বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স
Bangladesh Institute of Palanners
নিউজলেটার

পরিচালনার পালাবদল -৩
মতবিনিময় -৪
নগর পরিকল্পনা -৬
সাফল্য -৭
সংখ্যার লেখা-৮
উদযাপন -১০

সংখ্যাঃ ১৭, মে ২০১৪

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৩ অনুষ্ঠিত

ডিসেম্বর ২৭,২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. মিলনায়তনে সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধশত সদস্যর উপস্থিতে বি.আই.পি.-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন ২০১৩ সালে বি.আই.পি.-র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কোষাধ্যক্ষ পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আল-আমিন ২০১৩ সালের আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষীত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উভয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতিতে প্রতিবেদনদ্বয় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সভাপতি ২০১৪-২০১৫ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ১১তম বোর্ড সদস্যদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন। বি.আই.পি.-র সভাপতি অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্যে বি.আই.পি-র ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বি.আই.পি.-র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৩-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বি.আই.পি. কর্তৃক Dhaka Metropolitan Area and Its Planning (Problems, Issues and Policies) শীর্ষক বই প্রকাশ

ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তী উপলক্ষে Dhaka Metropolitan Area and Its Planning (Problems, Issues and Policies) শীর্ষক একটি বই বিগত ০১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বি.আই.পি. কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। বইটির সম্পাদনা করেছেন পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. সারওয়ার জাহান এবং পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম আবুল কালাম। বইটিতে মোট তেপ্পান্ন (৫৩) লেখকের মোট পঁচিশ (২৫)টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। বইটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্রুত নগরায়ন এবং এর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ধারনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরে বিদ্যমান বস্তি সমস্যা, জলাধার হ্রাস, ভূমি আগ্রাসন এবং এর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান এসকল সমস্যা সমাধানে সঠিক করনীয় এবং দিকনির্দেশনার উপর যথাযথ আলোকপাত করা হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে।

বি.আই.পি.-র সাথে bKash-র চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

ঢাকার বাইরে অবস্থানরত বি.আই.পি.-র সম্মানিত সদস্যদের সদস্য ফি প্রদানের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বি.আই.পি.-র ১১তম কার্যনির্বাহী পর্ষদ বি.আই.পি.-র একটি নিজস্ব bKash একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২৭ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বি.আই.পি. কার্যালয়ে bKash এর সাথে বি.আই.পি.-র চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, এবং বোর্ড সদস্য (রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স) পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও bKash-এর চীফ কমার্শিয়াল অফিসার রেজাউল ইসলাম, বিজনেস সেলস এর প্রধান গোলাম আজুমানারুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপক (এম কমার্স) এস.এম. জাহাদুল আরেফীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স এর ১১তম কার্যনির্বাহী বোর্ড বি. আই. পি. এর চলমান কার্যক্রম সম্মানিত সদস্যদের অবহিত করার জন্য বদ্ধপরিকর। বিগত বছরগুলোতে সংবাদ স্বল্পতার কারণে মাসিক বা ত্রৈমাসিকভাবে নিউজলেটার প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে যেভাবে বি. আই. পি. এর কার্যক্রম বিস্তৃত হচ্ছে তার ফলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে খুব কম সময়ের ব্যবধানে নিউজলেটার প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তাই বর্তমান কর্মকান্ডের ভিত্তিতে বাৎসরিক ৩টি নিউজলেটার প্রকাশ করা সম্ভব। পরবর্তীতে হয়তো এই সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে।

পরিকল্পিত নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এ বছর থেকে স্বল্প ব্যয়ের কিছু গবেষণা প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন নতুন নতুন গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে তেমনি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষক তৈরীতে বিরাট ভূমিকা পালন করবে। এই গবেষণালব্ধ ফলাফল যেমন দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে একই সাথে পরিকল্পনাবিদদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বর্তমানে কার্যনির্বাহী পরিষদ সম্মনিত সদস্যদের নিজস্ব কার্যক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তাই সদস্যদের বিশেষ সাফল্য সবাইকে জানানো এবং নতুনদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সংবাদ নিউজলেটারে অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেহেতু সম্মানিত সদস্যগণ এই সংগঠনের প্রাণশক্তি তাই তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। সম্মানিত সদস্যদের তাদের সাফল্য ও অর্জন আগামী জুলাই মাসের মধ্যে বি. আই. পি. কে অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। আপনাদের সাফল্য ও অর্জন বি. আই. পি. এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশে পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম ও চলমান ভৌত পরিকল্পনার উপর সংক্ষিপ্ত প্রবিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের এবং অন্যান্যদের অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আপনাদের কর্মক্ষেত্রে পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর প্রতিবেদন পাঠিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১১তম কার্যনির্বাহী পরিষদ বি. আই. পি. এর কর্মপরিধি বৃদ্ধির জন্য আন্তরিক। আশাকরি বি. আই. পি. এর সকল কর্মকান্ডে সম্মানিত সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা পেশার উৎকর্ষ সাধনে বি. আই. পি. আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।

পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান
সম্পাদক

বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত-২০১২) এর আওতায় বি.আই.পি. কর্তৃক পরিকল্পনাবিদ নিবন্ধন

বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত-২০১২) এর আওতায় বি.আই.পি. কর্তৃক পরিকল্পনাবিদ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্বের সাক্ষাতকার গ্রহণ পরিকল্পনাবিদ নিবন্ধন উপ-কমিটির তত্বাবধায়নে বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে বি.আই.পি. কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বি.আই.পি.-র ১১তম কার্যনির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক গঠিত প্যানেল অব এক্সপার্টস এই সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকার গ্রহণ প্যানেলের সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনাবিদ আল আমিন। এছাড়াও সাক্ষাতকার গ্রহণ প্যানেলে আরও উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. ইশরাত ইসলাম, পরিকল্পনাবিদ আদিল মুহাম্মদ খান, পরিকল্পনাবিদ ড. মো. আহসানুল কবীর এবং পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহনেওয়াজ হক। প্যানেল অব এক্সপার্টস-এর সুপারিশ অনুযায়ী চব্বিশ (২৪) জন আবেদনকারীর মধ্যে থেকে বিশ (২০) জন আবেদনকারীকে নিবন্ধন প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়।

Application of Geographic Information System (GIS) বিষয়ে দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

বি.আই.পি. পরিচালিত Professional Skills Development Program বা পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী-র আওতায় GIS বিষয়ে ৪র্থ প্রশিক্ষণ কর্মশালা হিসেবে ০৬ মার্চ ২০১৪ তারিখ থেকে Certificate Course on Application of Geographic Information System (GIS) শীর্ষক দুই মাসব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বি.আই.পি. মিলনায়তনে শুরু হয়। মোট ১৩ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে Professional Skills Development Program-এ দেশের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ এই প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছেন। বি.আই.পি.-র সভাপতি পরিকল্পনাবিদ ড. গোলাম রহমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) ১১তম নির্বাহী বোর্ড (২০১৪-২০১৫) এর দায়িত্বভার গ্রহণ

প্রেসিডেন্ট
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান

ভাইস প্রেসিডেন্ট-১
পরিকল্পনাবিদ ড. মোঃ জাহিদ হোসেন খান

ভাইস প্রেসিডেন্ট-২
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার হুসাইন চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক
পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার মাহমুদ

যুগ্ম সম্পাদক
পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম

ট্রেজারার
পরিকল্পনাবিদ মোঃ সাইফুল্যা দস্তগীর

বোর্ড মেম্বার
(প্রফেশনাল এফেয়ার্স)
পরিকল্পনাবিদ মোঃ মঈনুল ইসলাম

বোর্ড মেম্বার
(একাডেমিক এফেয়ার্স)
পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির

বোর্ড মেম্বার
(রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন)
পরিকল্পনাবিদ মোঃ শাহিনুর রহমান

বোর্ড মেম্বার
(ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল রিয়াজো)
পরিকল্পনাবিদ মোঃ হাসিবুল কবীর

বোর্ড মেম্বার
(মেম্বারশীপ এফেয়ার্স)
পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান

বোর্ড মেম্বার
(এক্স-অফিসিও)
পরিকল্পনাবিদ খন্দকার এম. আনসার হোসেন

City Regional Development Project (CRDP) এর উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৮ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে সিটি রিজিওনাল ডেভেলডমেন্ট প্রজেক্ট (সিআরডিপি) এর আওতাধীন রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং (আরডিপি) (২০১৬-২০৩৫) এর উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং আলোচনা সভা বি.আই.পি. কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বি.আই.পি.-র সম্মানিত সভাপতি পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান। উক্ত সভায় বি.আই.পি.-র সম্মানিত পরিকল্পনাবিদ সদস্যগণের উপস্থিতিতে চলমান প্রকল্পের উপর একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং (আরডিপি) এর ডেপুটি টিম লিডার পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আকতার হোসেন চৌধুরী। প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে তিনি উপস্থিত পরিকল্পনাবিদ সদস্যদের আরডিপি-র উপর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

বি.আই.পি. এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর যৌথ উদ্যোগে "পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও ব্যবহার উপযোগী করার গুরুত্ব" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত ৬৯ জন মানুষের জন্য একটি পার্ক বা খেলার মাঠ রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া বিদ্যমান অধিকাংশ পার্ক ও মাঠসমূহ ব্যবহারের উপযোগী না থাকায় মানুষ এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্বাস্থ্য, সামাজিকতা, পরিবেশ, অর্থনীতি বিবেচনায় পার্ক ও খেলার মাঠ রক্ষায় সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিগত ২৯ মার্চ ২০১৪ শনিবার সকাল ১১ টায় ডাব্লিউবিবি সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.) এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর যৌথ উদ্যোগে নগরে সুস্থ ও প্রাণবন্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে "পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণ ও ব্যবহার উপযোগী করার গুরুত্ব" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভায় অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি) এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, শরিফ জামিল নির্বাহী সদস্য বাপা, গাউস পিয়ারী পরিচালক ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, মো. হাসান আলি সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার টিআইবি, মিলু চৌধুরি পরিচালক সাওল হার্ট সেন্টার, সৈয়দ আজীজুল হক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পিডাব্লিউডি, মাহাবুবুর হক নির্বাহী পরিচারক বিসিএইসআরডি, একেএম সিরাজুল ইসলাম সদস্য পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন। সভা সঞ্চালনা করেন সৈয়দ সাইফুল আলম মিডিয়া এডভোকেসি ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট।

সভায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর ন্যাশনাল এডভোকেসি অফিসার মারুফ রহমান। তিনি বলেন বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের কারণে ৬১ শতাংশ মানুষ মারা যায়। যার মধ্যে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও ক্যান্সার অন্যতম। পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে গ্রামের তুলনায় শহরে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক এর কারণে মৃত্যু হার দ্বিগুণ এবং ক্যান্সার তিনগুন। পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে এসব রোগের ঝুঁকি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা যায়। শহর এলাকায় পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, পার্ক না থাকায় নগরবাসী হাঁটা-চলা, খেলাধুলা এবং শরীর চর্চার করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান পায় না।

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার মাহমুদ বলেন, শহরে পার্ক ও খেলার মাঠ না থাকায় খেলাধূলা ও সামাজিকীকরণের সুযোগ কমে যাওয়ায় অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে সময় একজন কিশোরের খেলার মাঠে থাকার কথা সে হয়তো কম্পিউটারের সামনে থেকে আত্মকেন্দ্রীক অথবা পাড়ার দোকানের সামনে আড্ডা দিয়ে ধীরে ধীরে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের খেলাধূলা ও নির্মল বিনোদনের সুযোগ থাকলে এই পরিস্থিতি তৈরির প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। নগরীতে কতটি খেলার মাঠ ও পার্ক হয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান দায়িত্বশীল কোন প্রতিষ্ঠানের কাছেই নেই। মাঠ ও পার্কগুলোর মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণে একাধিক দায়িত্বপাপ্ত প্রতিষ্ঠান থাকায় সমন্বয়হীনতার জন্যে মাঠ ও পার্কগুলো যথাযথ ব্যবহারের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্তমানে ৫৪টি পার্ক এবং ১১টি খেলার মাঠ রয়েছে বলা হলেও এটি সঠিক পরিসংখ্যান নয়। পার্কের সবুজ গাছপালা নগরীর বাতাস পরিশুদ্ধ করে ও উত্তপ্ত পরিবেশকে ঠান্ডা করে। গাছে গাছে আশ্রয় নিতে পারে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। পার্কগুলো দখল ও দূষণমুক্ত থাকলে পরিবেশের অনুকূল জীব–পাখি ও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের প্রজনন বৃদ্ধি পাবে। রক্ষা পাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র।

জলাশয় ভরাট, নগরায়ন ও সুশাসন শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বিগত ২৯ মার্চ, ২০১৪ শনিবার সিরডাপ মিলনায়তনে এসোসিয়েশন অব বুয়েট এলামনাই (ABUETA), ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি), ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ (আইএবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক আয়োজিত "জলাশয় ভরাট, নগরায়ন ও সুশাসন" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম. পি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম. পি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জনাব জামিলুর রেজা চৌধুরী, সভাপতি, এসোসিয়েশন অব বুয়েট এলামনাই। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিকল্পনাবিদ-স্থপতি খোন্দকার এম আনসার হোসেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ড: ইশরাত ইসলাম, অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট; স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা; জনাব আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, সভাপতি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র; ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী সভাপতি, পিপিআরসি; সৈয়দ আবুল মকসুদ, লেখক; জনাব খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি; জনাব মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, দি ডেইলি স্টার; স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, সাবেক সভাপতি, আইএবি; জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান নির্বাহী, বৈশাখী টেলিভিশন।

মতবিনিময় এ সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। "জলাশয় ভরাট, নগরায়ন ও সুশাসন" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব খোন্দকার এম আনসার হোসেন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেন ড: ইশরাত ইসলাম। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় আশিয়ান সিটি, পিংক সিটি, গ্রিন মডেল টাউন এবং ইউনাইটেড সিটি নামক ৪টি আবাসন প্রকল্পের কার্যক্রম কিভাবে স্থানীয় জনগণের জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে তা তুলে ধরেন। ঢাকার জলাশয় ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা। আশিয়ান সিটি এবং আশিয়ান শীতল ছায়া প্রকল্প এলাকা থেকে আগত ব্যক্তিবর্গগণ তুলে ধরেন তাদের ভোগান্তির চিত্র।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা মহানগর থেকে আশংকাজনকভাবে হারিয়ে যাচ্ছে নগরীর পরিবেশ রক্ষায় অতিপ্রয়োজনীয় জলাধারসমূহ। নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং আবাসনের নামে একের পর এক দখল ও ভরাট করা হচ্ছে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা ঢাকা মহানগরীর জলাধারসমূহ। ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগরীর মোট জলাভূমির ৩৩% নগরায়নের জন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। এক জরিপে দেখা গেছে ১৯৬০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরে ৩২.৫৭ শতাংশ জলাভূমি এবং ৫২.৫৮ শতাংশ নীচু কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। এভাবে জলাধার কমতে থাকলে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ঢাকা জলাধারশূন্য নগরীতে পরিণত হবে। মূলত এ সেমিনারের মাধ্যমে কিভাবে এ জলাধারসমূহ রক্ষা করা যায় তার একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Regional Development Planning (RDP) Consultancy Services under City Region Developlmet Project (CRDP)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় "City Region Developlmet Project (CRDP)" এর আওতায় Regional Development Planning (RDP) Consultancy Services এর অধীনে দেশী-বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) রিভিউ করে রাজউক আওতাধীন ১৫২৮ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকার জন্য রিভাইজড ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামান কর্পোরেশন ও হান এ আরবান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশের ডেভকনসালট্যান্ট লিমিটেড এবং শেলটেক প্রাইভেট লিমিটেড নামের চারটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মূখ্য কাজগুলো নিম্নরূপ:

১. ড্যাপের মৌজা ম্যাপ হালনাগাদ করা
২. 3D স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে ড্যাপের জিআইএস ডাটাবেজ আপডেট করা
৩. পূর্বের পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা
৪. ঢাকা শহরের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে যে সকল সরকারী-আধাসরকারী-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা
৫. পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়
৬. ষ্ট্রাকচার প্ল্যানের অধীনে ঢাকা শহরের ভৌত উন্নয়নের জন্য কৌশল প্রণয়ন করা
৭. পরিবেশজনিত প্রভাব হ্রাসের জন্য পলিসি তৈরী করা
৮. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৌশল প্রণয়ন
৯. একটি নমূনা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) তৈরী করা যা ভবিষ্যতে ড্যাপ প্রণয়নের নির্দেশিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে
১০. একটি স্যাটেলাইট সিটি তৈরীর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং মাস্টার প্ল্যান তৈরী
১১. রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে সুপারিশ এবং পরিকল্পনাবিদদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান

রিভাইজড স্ট্রাক্চার প্ল্যান প্রণয়নের পূর্বে বিদ্যমান পরিকল্পনাটি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হবে। বিদ্যমান সমস্যা, নগরীর পরিবর্তনশীল অবস্থা, ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনাপূর্বক রিভাইজড ষ্ট্রাক্চার প্ল্যান প্রণীত হবে। রিভাইজড পরিকল্পনায় ঢাকা সংলগ্ন ছোট ছোট শহরগুলিতে অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক নগরায়ন বিকেন্দ্রিকরনের কৌশল প্রয়োগ করা হবে। এ জন্য ঢাকা ও সংলগ্ন ছোট শহরগুলির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। একই প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে একটি স্যাটেলাইট সিটি তৈরীর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এর মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হবে এবং ম্যানুয়েলসহ একটি নমূনা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ঢাকার যে স্ট্রাক্চার প্ল্যান আছে তার মেয়াদ ২০১৫ সাল পর্যন্ত। সেকারণে ২০১৬ সালের পূর্বেই যেন রিভাইজড স্ট্রাক্চার প্ল্যান প্রণয়ন সম্পন্ন হয় সেজন্য ২০১০ সালে রাজউক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ২৩ ডিসেম্বর ২০১২ সাল দেশী-বিদেশী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে কাজ শুরু করে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি শেষ হবে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

দেশের অন্যতম প্রাচীন পৌরসভা রংপুর ২০১০ সালে বিভাগীয় শহর এবং জুন, ২০১২ সালে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়। ২০১১ সালে এই বিভাগীয় শহরের আয়তন ২০৫ বর্গ কি.মি.-এ উন্নীত করা হয়। উল্লেখ্য যে মে ০১, ১৮৬৯ সালে ২৬.২০ বর্গ কি.মি. আয়তনের রংপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালে রংপুর পৌরসভার আয়তন ৪১.১৮ বর্গ কি.মি.-এ বিস্তৃত হয়। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সমন্বয়ে গঠিত রংপুর বিভাগের বিভাগীয় শহর রংপুর পৌরসভা রংপুর সদর উপজেলা, পীরগাছা উপজেলা ও কাউনিয়া উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। ২০১১ সালে প্রকাশিত সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শহরের পরিধি ২০৫ বর্গ কি.মি.-এ উন্নীত হওয়ায় এবং নিকট ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরের সম্ভাবনার প্রোপটে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর চলমান জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে রংপুর শহরের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় রংপুর বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পায় জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং কনসালট্যান্টস লিমিটেড, ডাটা এক্সপার্টস লিমিটেড ও এহসান খান আর্কিটেক্টস লিমিটেড। সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থায়নে এই কার্যক্রম ২০১১ সালের আগস্ট মাসে শুরু হয় এবং কিছুটা বিলম্বে জুন, ২০১৪ সালে শেষ হবে আশা করা হচ্ছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সিংহভাগ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তিন স্তর বিশিষ্ট এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রমে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ এলাকার জন্য বিশ বছর মেয়াদী স্ট্রাকচার প্ল্যান, ইতোমধ্যে নগরায়িত এবং নগরায়নাধীন এলাকার জন্য মধ্য মেয়াদী আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং কিছু নির্বাচিত এলাকার জন্য স্বল্প মেয়াদী ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণীত হবে। অত্যন্ত প্রতিবেশীল কৃষিনির্ভর এলাকা হিসেবে রংপুর শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের প্রধান চ্যালেঞ্জ হল বিদ্যমান কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে শহরের পারিসরিক উন্নয়নকে পরিকল্পনাধীনে নিয়ে এসে এর পরিকল্পিত বিকাশ নিশ্চিত করা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমানে রংপুর শহরের উন্নয়ন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাপরিকল্পনা আকারে কোন আইনি ডকুমেন্ট নেই।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শহরের ভবিষ্যত জনসংখ্যা সংকুলান কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় এলাকা, বিচ্ছিন্ন কর্ম কেন্দ্র ও বিচ্ছিন্ন বসতি এলাকার জনঘনত্ব বৃদ্ধি ও কৃষি জমিতে বসতি প্রতিহত করার প্রস্তাব করছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কৌশল হিসেবে কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও ব্যবসা উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থানের জন্য শ্রমঘন শিল্প কারখানা স্থাপন, বর্তমান হস্তশিল্পকে প্রসারিত করা ও আর্থ-সামাজিক কর্মকেন্দ্রগুলিকে যথাযথভাবে সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত করাকে প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার অঞ্চল হিসেবে শহরের ভূমি আবাসিক এলাকা, কৃষি এলাকা, আর্থ-সামজিক কর্মকেন্দ্র, কলকারখানা অঞ্চল, বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, চিকিৎসা সেবা এলাকা, বিনোদন এলাকা, খেলাধূলা এলাকা, প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, ব্যবসাকেন্দ্র, লাল শ্রেণিভুক্ত কলকারখানা ইত্যাদি অঞ্চলে ভাগ করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। আবাসিক এলাকা উন্নয়ন কৌশল হিসেবে কেন্দ্র-বর্হিভূত এলাকায় আবাসিক এলাকার প্রসার নিয়ন্ত্রণ করা, নিম্ন-আয়ের মানুষের ভাড়া-ভিত্তিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ও পাড়া ও ব্লক ভিত্তিক নাগরিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় অংশগ্রহণমূলক ভূমি পুনঃবন্টন কৌশলের মাধ্যমে কাঙ্খিত বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ সম্ভবনা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাতায়াত ও যোগাযোগ কৌশল হিসেবে সময় ও দূরত্ব সাশ্রয়ের মাধ্যমে ভাড়া প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে রংপুর শহরকে বাইপাস করে বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরকে প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কে সংযুক্তকরণ, বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরকে প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কে সংযুক্তকরণ, শহরকেন্দ্রের বাইরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন কর্মকেন্দ্রগুলিকে একটি সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করা ও শহরকেন্দ্রের প্রান্ত দিয়ে একটি অন্তঃবৃত্তাকার (Inter Circular) সড়কের মাধ্যমে শহরকেন্দ্রের যোগাযোগ দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার প্রস্তাব রাখা হবে ।

নিষ্কাশন কৌশল হিসেবে ঘাট নদীকে প্রধান নিষ্কাশন আউটফল বিবেচনা করা, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় রাখা ও নদীভাঙ্গন রোধকল্পে ঘাট এর এলাইনমেন্ট সরলীকরণ ও ছেদ সঠিক করা, বিদ্যমান খালসমূহের ছেদ সঠিক করণ ও নতুন খাল খননের মাধ্যমে প্রধান নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক পুর্নগঠিত করা এবং শহর কেন্দ্র বর্হিভূত কৃষি প্রধান এলাকার নিষ্কাশনের জন্য বিদ্যমান জলাধার ও নিচু জায়গাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে নিষ্কাষণ ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ দেয়া হচ্ছে। আশা করা যায় যে প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনা রংপুর সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার জন্য একটি যথার্থ উন্নয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে ।

ইউএন হ্যাবিটেট কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জয়লাভ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ২০১০ ব্যাচের ৬ জন শিক্ষার্থী (তাসফিয়া তাসনীম, তাশনীম ফিরোজ, ফয়সাল বিন ইসলাম, ফারিবা সিদ্দিক, পৌষালী ভট্টাচার্য ও সুমাইয়া তাবাসসুম) দ্বারা গঠিত "শাইনিং স্টারস" নামের একটি দল "ইউএন-হ্যাবিট্যাট" কর্তৃক আয়োজিত "আরবান রিভাইটালাইজেশন অব মাস হাউজিং" নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে প্রথম, এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক রিজিওনে প্রথম এবং সারা বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। প্রতিযোগিতাটির মূল লক্ষ্য ছিল 'প্লেসিং হাউজিং এট দ্যা সেন্টার' এই 'গ্লোবাল হাউজিং স্ট্র্যাটেজি'র উদ্যোগে শহরের রিভাইটালাইজেশন এর জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ এবং সংস্কৃতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান গড়ে তোলা। ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গ্রাজুয়েটদের এতে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে মোট ৬৪টি শহরের ৯৭টি দল, ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে যা ৪০ জন বিচারক দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিচার করা হয়। টিম শাইনিং স্টারস এই প্রতিযোগিতায় "রিভাইটালাইজেশন অফ স্লাম এরিয়াস অফ ঢাকা থ্রু মাস হাউজিং" নামে একটি প্রকল্প জমা দেয় যেখানে তারা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কল্যাণপুর পোড়াবস্তি এবং বেলতলা বস্তির জন্য মাস হাউজিং ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ রিভাইটালাইজেশনের পরিকল্পনা করে। ২৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে টিম শাইনিং স্টারসকে বাংলাদেশে প্রথম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর ১১ এপ্রিল, ২০১৪ তে মেডিলিনের 'ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম' এ প্রতিযোগিতাটির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শাইনিং স্টারসকে "এশিয়া অ্যান্ড দা প্যাসিফিক" রিজিওন থেকে প্রথম এবং গ্লোবালি তৃতীয় ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন

স্টুডিকা নামে ফ্রান্স এর একটি স্বনামধন্য অরগানাইজেশান ২০১৩ সালের প্রথম দিকে "ইম্যাজিন দ্যা সিটি অফ টুমরোঃ ইম্প্রুভ আ পাবলিক প্লেস" নামে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ২০১০ ব্যাচের ৩ জন শিক্ষার্থী (তাশনীম ফিরোজ, তাসফিয়া তাসনীম, কাশফিয়া নেহরিন) দ্বারা গঠিত "স্টারলেটস" নামের একটি দল এই প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান অধিকার করে। এই প্রতিযোগিতাটিতে তারা বুয়েট ক্যাম্পাসের রিডিজাইন প্ল্যান করে। এখানে মোট ১৭০টি দল অংশগ্রহণ করেছিল।

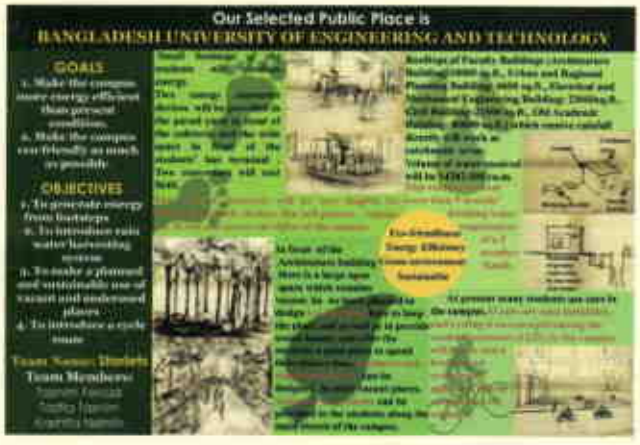

পরিকল্পনা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশনা

সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ (সি ইউ এস)-এর ৪০ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে সংস্থাটি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম মুর্তজা কর্তৃক রচিত A Glossary of Terms of Urban and Rural and Regional Planning শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করে। ড. মোহাম্মদ গোলাম মুর্তজা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)-র একজন ফেলো সদস্য।

বইটিতে লেখক নগর ও অঞ্চল/গ্রামীন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত সকল গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের প্রকাশিত বই নগর ও অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ অনুভূত চাহিদা পূরণ করবে। এছাড়াও বইটি পরিকল্পনা বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে একটি উপযোগী রেফারেন্স হিসেবে প্রতীয়মান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এছাড়াও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গোলাম মুর্তজা কর্তৃক রচিত নাগরিক সমস্যা ও নগর পরিকল্পনা- প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী শীর্ষক বইটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বইটিতে খুলনা শহরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে সকল সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

পর্যটন বিপ্লবের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন দিতে পারে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি

ফয়সাল কবীর শুভ
নগর পরিকল্পনাবিদ (শেলটেক), কনসালটেন্ট (রাজউক)

ড. হাফিজুর রাহমান
সহযোগী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর এ যে সেন্টারে পি এইচ ডি করছি, সেখানে একজন দিল্লীর ছেলেও পি এইচ ডি করছে। তার পি এইচ ডি এর বিষয়বস্তু 'ঐতিহ্য (Heritage) সুরা' সংক্রান্ত কিছু একটা। তো এই ছেলেটা তার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে ভারতের কোন হেরিটেজ এর স্থান পছন্দ করেছে। কয়েকদিন আগে সে বিভাগীয় প্রধান যিনি একজন চাইনীজ সিঙ্গাপুরিয়ান অধ্যাপক তাকে সহ প্রায় ২০ জনের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে 'হেরিটেজ স্টাডি' এর অংশ হিসেবে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেলো। ব্যাপারটা ভালো লাগলো যে এতো নামকরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুন্নত শহরে গবেষনার জন্যে প্রফেসর যাচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে একপ্রকার বিষাদে মন ভরেও গেলো। ভারত হয়তো বড় দেশ, কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশে কি এইরকম হেরিটেজ বা ঐতিহাসিক স্থান কম আছে!! কিন্তু আমরা কয়জন আমার সেই সহকর্মীর মত বিদেশী মুদ্রা আনতে পারছি দেশে?? শুধু আমি যেভাবে চিন্তা করছি সেভাবেই নয়, পর্যটন বা ট্যুরিজমের এতো সম্ভাবনা থাকার পরও এই খাতকে কি যথেষ্টভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারছি? আমার মতে- পারছি না। বিশেষ করে সিঙ্গাপুরে থাকার কারনে দেখেছি, যে জায়গার কোনপ্রকার পর্যটন বিকাশের সম্ভাবনা না থাকার পরও কৃত্তিমভাবে উন্নয়ন করে যেভাবে পর্যটন সেক্টরকে চাঙ্গা করেছে। সিঙ্গাপুরের পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়শিয়া তাদের পর্যটন সম্ভাবনার জায়গাগুলো যেরকম প্রত্যাশিত ব্যবহার করতে পারছে, আমরা সত্যিকার অর্থেই সেভাবে করতে পারছিনা। তেল সমৃদ্ধ দেশ আরব আমিরাতও পর্যটন উন্নয়নে নজর দিয়েছে। আমাদের দেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই আনবেনা বরং সঠিকভাবে বিদ্যমান পর্যটনকেন্দ্রগুলাকে নিয়ে এবং আরো পর্যটন সম্ভাবনার জায়গাগুলো খুঁজে বের করে তাদেরকে একটি সমন্বিত (integrated) উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা (master plan) এর আওতায় নিয়ে আসলে বিভিন্ন ছোট/মাঝারী শহর উন্নয়নও সম্ভব। এর আরেকটি পরোক্ষ সুফল পাওয়া যাবে প্রধান শহরমূখী জনস্রোতের চাপ কমানোতে। তবে আবারো বলছি- এইজন্যে দরকার সমন্বিত উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা যাতে থাকবে- সম্ভাবনাময় পর্যটন জায়গাগুলার সম্পূর্ণ তথ্যাদি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিরাপত্তা, ওয়েবসাইট ভিত্তিক পূর্ণাংগ ও আনুসংগিক তথ্য এবং দেশে বিদেশে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রচার করা। দুঃখজনক ভাবে এই সেক্টর নিয়ে যেমন কোন মহাপরিকল্পনা এখনো চোখে পড়েনি, তেমন পর্যটন কর্পোরেশনের বর্তমান ওয়েবসাইটটা দেখতে সুন্দর হলেও এটা আরো তথ্য সমৃদ্ধ হওয়া উচিত ছিলো (যেমনঃ এখানে বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটের সাথে থাকার ব্যবস্থা হিসেবে শুধু পর্যটনের নিজস্ব থাকার ব্যবস্থার তথ্যই প্রাধান্য পেয়েছে)।

১। পর্যটন তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশের পর্যটনকেন্দ্র বলতে আসলে আমরা কয়েকটা জায়গাই বুঝি, যেমনঃ কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, কুয়াকাটা- এইতো। সন্দেহ নাই, প্রাকৃতিক গুণাবলীতে এই স্পটগুলা সিঙ্গাপুর/দুবাই থেকে অনেক অনেক উন্নত এমনকি মালয়শিয়ার অনেক স্থান থেকেও উন্নত। তবে, ট্যুরিস্ট দের মধ্যে কিন্তু উপরে উল্লেখ করা অধ্যাপকদের মত গ্রুপও থাকে অর্থাৎ যারা ঐতিহাসিক জিনিসের উপর স্টাডি করতে আসে, সুতরাং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে যে ধরনের দর্শনীয়/শিনীয়/তাৎপর্যময়/ঐতিহাসিক স্থান আছে তার একটা পূর্নাংগ ডাটাবেইজ তৈরি করা জরুরী। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বা ইতিহাস এর বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে সেই স্থানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সহ এই ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে। এই পূর্ণাংগ ডাটাবেইজ একেবারে সম্পূর্ণ না হলেও নিয়মিত আপডেট করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশ পর্যটনের ওয়েবসাইটে এই তথ্যগুলা সন্নিবেশ করাতে হবে। এই জায়গাগুলোর পর্যটন ভ্যালু হয়তো আগের উল্লেখিতগুলোর মত হবে না, কিন্তু এই স্থানগুলা যাদের দরকার তাদের বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থা করে দিলে তারা অন্য নন্দনীয় স্থানগুলাতেও যাবার চিন্তা করবে যদি তাদের আনুসঙ্গিক সুবিধাগুলো (যাতায়াত, থাকা, নিরাপত্তা) নিশ্চিত করা যায়।

২। অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

পর্যটন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যে জায়গাটায় বাংলাদেশ সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সেটা হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এই অবকাঠামোগুলোর মধ্যে আছেঃ পর্যটনকেন্দ্র পর্যন্ত যোগাযোগের অপ্রতুল ব্যবস্থা, পর্যটনকেন্দ্রের আশেপাশে মানসম্মত থাকা-খাওয়ার (অনেক সময় শুধু বিশেষ খাবারের জন্যেই একটি এলাকাতে পর্যটকদের ভীড় হয়ে যায়) ব্যবস্থা এবং ভালো মানের যানবাহনের অভাব। স্বাভাবিকভাবেই কোন পর্যটককে যদি কোন স্থানে যাবার আগেই অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়, সে পুনরায় আসার ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করবেনা। সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা (যেমনঃ হাইওয়ে তে গরুর গাড়ি কিম্বা ঠেলা গাড়ী চালানো) যেগুলো প্রতিকার করে জাতীয় মহাসড়কগুলোর উন্নতি হয়তো সময় সাপেক্ষ হবে, সেখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যেতে পারে। যেহেতু এখনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো ঢাকা এবং চট্টগ্রামকেন্দ্রিক, আভ্যন্তরীণ বিমান কোম্পানীগুলোকে পর্যটন মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় নিয়ে এসে সপ্তাহের কয়েকটি বিশেষ দিনে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বিমানবন্দরের সাথে কানেক্টিং ফ্লাইট দেয়া যেতে পারে। এতে একটা পার্শ্ব-সুবিধা হলো, ট্যুরিস্টদের প্রথমেই ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম এর মত নেগেটিভ সাইড দেখে দেশের ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেনা। এবং একই সাথে আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলোকে লাভজনক করা সম্ভব হবে। এরপর আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলো থেকে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল এবং কাছাকাছি পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে যাবার জন্যে ভালোমানের যানবাহন এবং ভালো রাস্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রসংগত উল্লেখ করতে চাই, বগুড়ার মহাস্থানগড় এতো প্রাচীন একটি পর্যটনকেন্দ্র অথচ বিদেশে যেমন নাই এর প্রচারণা আবার কোন বিদেশী যদি কোনভাবে জেনেও আসে; ঢাকা থেকে বগুড়া এবং বগুড়া থেকে তারপর মহাস্থানগড় যাবে কিভাবে তার কোন পূর্নাংগ তথ্য কোথাও নাই। এমনকি বগুড়া শহরের কোন জায়গা থেকে শুধু ট্যুরিস্টদের জন্যে সেখানে যাবার জন্যে নাই কোন বিশেষ শাটল বাসের ব্যবস্থা। অথচ বিদেশে যেকোন জায়গায় নিকটস্থ শহরের কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ঠ পর্যটনকেন্দ্র পর্যন্ত আসার জন্যে আলাদা শাটল বাসের ব্যবস্থা থাকে। যাইহোক, দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে স্থানীয় প্রশাসনকে এই অবকাঠামোগুলোর সর্বোতকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এতে স্থানীয় ব্যবসা-বানিজ্যের প্রসারও ঘটবে।

একই সাথে, ফ্যান্টাসী কিংডম কিম্বা নন্দন পার্ক থেকে দেখা যায়, এসব ভালোই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে এইরকম 'এমিউজমেন্ট পার্ক/রাইড' স্থাপনার জন্যে পাবলিক-প্রাইভেট কোম্পানী কাজ করতে পারে। যদি দুই/তিনটি শহর এর মধ্যে বেশ কয়েকটি এইরকম পর্যটনকেন্দ্র থাকে তাহলে তাদের নিয়ে 'স্পেশাল পর্যটন জোন' তৈরি করা যেতে পারে এবং সে জোনে একটি স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলা যেতে পারে। এর জন্যে তারা নামকরা বিদেশী কোম্পানী যেমনঃ রিসোর্ট ওয়ার্ল্ড এট গেনটিং (মালয়শিয়া) এবং রিসোর্ট ওয়ার্ল্ড এট সেন্টোসা (সিঙ্গাপুর) এর ডেভেলপারের মত কোন কোম্পানীর সাথে পরামর্শ করতে পারে। এটা সত্যি যে এখানে অনেক বড় ইনভেস্টমেন্টের দরকার পড়বে তবে আমার মনে হয় দেশের অনেক কোম্পানী এইরকম কাজে এগিয়ে আসবে।

৩। নিরাপত্তা

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশে অন্যতম দরকারী ব্যবস্থাপনা হলো পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তাজনিত সন্তুষ্টি পর্যটন শিল্প বিকাশে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় নিরাপত্তার অভাব একটি অবস্যম্ভাবি সত্য। তবে এটা পর্যটন শিল্পের বিকাশে ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তার সাথে সাথে স্থানীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ এবং বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। এই কথা বললে অনেকেই হয়তো মেনে নিবেন না কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হলো যে 'ব্যাক্তি নিরাপত্তা' বিঘ্নিত করার সাথে যারা জড়িত অর্থ্যাৎ ছিনতাইকারী, চুরি ইত্যাদি যারা করে তাদের ব্যাপারে তথ্যাদি স্থানীয় পুলিশের কাছে থাকে। এই কারনেই কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব অপরাধকারী ধরা পড়ে যখন পুলিশের উপর উপর থেকে প্রচন্ড চাপ আসে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ এসব কেসের কূল-কিনারা করতে পারেনা। এইরকম ক্ষেত্রে মনে হয় একধরনের 'ইনফরমাল' ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। এইজন্যে স্থানীয় সরকারকে একটি শক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। এই কথা তাদেরকে অনুধাবন করা উচিত যে, তাদের এলাকায় ট্যুরিস্ট আসছে মানে এলাকায় টাকা আসতেছে এতে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও স্থানীয় সরকার লাভবান হবে। এবং যেসব এলাকায় এইরকম পর্যটনকেন্দ্র আছে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন সেক্টর থেকে মোট আয়ের একটা অংশ বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে, 'সোনার ডিম পাড়া হাঁসের গল্পের' কথা উল্লেখ করা যায়। একেবারে সোনার ডিমপাড়া হাঁসকে মেরে ডিম পাওয়ার আশা করা থেকে ধীরে ধীরে সোনার ডিম পাওয়ার লাভ টা আমাদের বুঝতে হবে।

৪। ওয়েবসাইট ভিত্তিক পূর্ণাংগ, আনুসংগিক তথ্য এবং ভার্চুয়াল ট্যুরের ব্যাবস্থা

বর্তমান যুগে সবচেয়ে দ্রুত এবং দরকারী তথ্য পাবার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ওয়েবসাইট। ইন্টারনেটের যুগে সবাই প্রথমেই 'গুগল' সার্চ করে সংশ্লিষ্ট দেশের পর্যটন সাইটগুলা দেখতে যায়। আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে ট্যুরিজমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো 'পর্যটন কর্পোরেশন'। কিন্তু বিদেশীরা ইন্টারনেটে অনুসন্ধান চালাবে 'পর্যটন বাংলাদেশ' ধরনের শব্দ দিয়েই, সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানে 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' এর ওয়েবসাইট দেখালেও নামের কারনে একটা বিভ্রাট দেখা যেতে পারে। তাই, সরকারী এই ওয়েবসাইট মানসম্মত করার পাশাপাশি সব-ধরনের তথ্য বিশেষ করে উপরে ১ ও ২ নং-এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে দিতে হবে। পর্যটনের নিজস্ব থাকা-খাওয়া-যাতায়াতের তথ্য বাদেও স্থানীয় পর্যায়ে যেসব বেসরকারী ব্যবস্থা আছে সেই তথ্যগুলোও ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা জরুরী।

এছাড়াও দেশী/বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক/প্রত্নতাত্তিক স্থানগুলির 'ভার্চুয়াল ট্যুর' এর ব্যাবস্থা করা যেতে পারে। কথায় বলে লেখার থেকে ছবি বেশি তথ্য দেয়, তেমনি ভাবে 'ভার্চুয়াল ট্যুর' ছবির থেকে বেশি তথ্যবহুল ও আবেদনময়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোন স্থানে না গিয়েও কম্পিউটারের মাধ্যমে ঐ স্থানকে ভার্চুয়ালি পরিদর্শন করা বা দেখা যায়। উধাহরন স্বরূপ 'গুগল স্ট্রিট ভিউ' এর কথা বলা যেতে পারে। আমাদের দেশর কোন এলাকা এখনো গুগলের এই সার্ভিসের অন্তর্ভূক্ত না হলেও, পৃথিবীর অনেক দেশের দর্শনীয় স্থানসহ রাস্তাঘাট ও পারিপার্শিক স্থানের দ্বিমাত্রিক চিত্র এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি এই 'গুগল স্ট্রিট ভিউ' ব্যাবহার করে ঐ সমস্ত স্থানসমূহে ঘুরে বা বেড়িয়ে আসতে পারে। এখানে বলা যেতে পারে সিঙ্গাপুরের প্রায় সমস্ত স্থানসমূহ গুগল স্ট্রিট ভিউ এর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের হেরিটেজ সাইটগুলা এই সার্ভিসের আওতায় আনা যেতে পারে। যদিও এই সার্ভিসের জন্য গুগলের সাহায্য ও সহযগিতা দরকার, তবে সাময়িক ভাবে '৩৬০০ প্যানারমিক ভিউ' অথাবা মাইক্রসফটের 'ফটো সিন্ক' এর ব্যাবহার করা যেতে পারে। উপরোক্ত এই দুই টেকনোলজি অনেক সহজ ও কম ব্যয় সাপে। আবার বিশেষ বিশেষ স্থানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে 'ভার্চুয়াল ফরবিডেন সিটি' এর মত ত্রিমাত্রিক ভার্চুয়াল ট্যুরেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদিও এই প্রযুক্তি অনেক ব্যয় সাপেক্ষ ও প্রচুর লোকবল প্রয়োজন। তথাপি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বিচার করে, ধাপে ধাপে বিভিন্ন সাইট এই ত্রিমাত্রিক ভার্চুয়াল ট্যুরের আওতায় আনা যেতে পারে। সত্যিকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষে পর্যটন সেকটরকেও আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

৫। পর্যটন কেন্দ্রের মার্কেটিং

দেশের ভিতর বাদেও বিদেশেও আমাদের ট্যুরিজমের ব্যাপকভিত্তিক প্রচার চালানো দরকার। এইজন্যে সরকারী এবং বেসরকারী দুটি মাধ্যমকেই এগিয়ে আসতে হবে। প্রসংগত, একটা ব্যক্তিগত উদাহরণ দেইঃ আমার ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের জন্যে 'ইন্টারন্যাশনাল ফিয়েস্থা' নামে একটা অনুষ্ঠান হয় প্রতি বছর। সেই অনুষ্ঠানে সব দেশের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে স্টল দেয়। সেখানে দেখা যায় অনেক দেশেরই সরকার থেকে সমর্থন দেয়া হয় যেমনঃ মালয়শিয়ার পর্যটন নিয়ে রীতিমত পোস্টার, লিফলেট দিয়ে প্রচার করা হয় অথচ বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা হাইকমিশন থেকে ন্যুনতম সাহায্য পায়না। এইজন্যে হাইকমিশনকে আসলে দোষ দিয়েও লাভ নাই কারন আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবেই পর্যটন নিয়ে কোন মহাপরিকল্পনা নেই। হয়তো এই সেক্টর নিয়ে কোন কোন সরকারই তেমন ব্যাপকভিত্তিক স্টাডি করেনি। তবে আর পিছিয়ে থাকার সময় নাই। এই সেক্টর কে সামনে অর্থনীতির মূল ধারায় আনতে এখই ব্যবস্থা নিতে হবে। পর্যটন শিল্প বিকাশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা অবশ্য আছে। বিশেষ করে অনেকেই মনে করবেন, আমাদের দেশ মুসলমান প্রধান সুতরাং সেই হিসেবে বিদেশি ট্যুরিস্টদের বহুল আগমনে হয়তো আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এসবের বিপরীতে আমি দীর্ঘ কোন বিশ্লেষণে যাবো না; শুধু উদাহরন হিসেবে আমি মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এর উদাহরন দিবো। এই দেশগুলা কিন্তু মুসলমান প্রধান বরং তুলনামূলক তারা আরো রক্ষণশীল মুসলমান কিন্তু তারপরও এইসব দেশে পর্যটন অন্যতম একটি অর্থনৈতিক খাত। আবার অমুসলিম দেশ সিংগাপুরের কথাই ধরুন। তারা বিত্তবান বিদেশী পর্যটকদের জন্যে 'ক্যাসিনো' বানিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে সিঙ্গাপুর নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরোটাই 'পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা' এর উপর। পর্যটন নিয়ে তাই আর বসে থাকার সময় নাই। দেশের শহর ও অঞ্চল পরিকল্পনা সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায়, দেশী এবং বিদেশী উৎসাহী ডেভেলপারদের সমন্বয়ে একটি মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী একটি 'সমন্বিত পর্যটন' শিল্প গড়ে তোলা। এতে যেমন দেশের অর্থনৈতিক আয়ের খাত তৈরি হবে সেই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগও আসবে। বিশেষ করে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো যে শহরগুলো (ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ইত্যাদি) এমনিতেই প্রাকৃতিক দূর্যোগের দ্বারা নিয়মিত ভাবে নিষ্পেষিত সেখানে পর্যটন ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে যেমন শহরগুলাকে 'ঘাতসহ' বানানো যাবে তেমনি স্থানীয়দের অর্থনৈতিক ভাবে আরো বেশি স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল করা যাবে। বিভিন্ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার গবেষণা থেকে দেখে যায় যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ জান-মালের ক্ষতির প্রধান কারন হলো সামাজিক ঘাতোপযোগিতা (social vulnerability) যেটা দারিদ্রতা থেকে উৎসরিত। পর্যটন সম্ভাবনা প্রাক্কলন এবং তার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ঘাতোপযোগিতার উন্নয়ন করাও সম্ভব।